নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৫৮০

তারিখঃ ০৫ পৌষ ১৪২৭ / ২০ ডিসেম্বর ২০২০

পরিপত্র-৮

বিষয়ঃ পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে সারা দেশে ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ২৮ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ও দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভায় ১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে এবং তৃতীয় ধাপে ৬৪ টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে তফসিল ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট পৌরসভা নির্বাচনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে একাধিক ধাপে ঘোষণা করা হবে। পৌরসভার মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ নির্ধারিত রয়েছে এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করবার সময়সীমাও উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ৫১ এ নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা এবং ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টগণকে অবহিত করবার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

০২। **নির্বাচনি ব্যয়ের সংজ্ঞাঃ** বিধিমালার বিধি ৪৭ অনুসারে ''নির্বাচন ব্যয়'' বলতে প্রচারপত্র বা প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তার নির্বাচন পরিচালনার জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ 'নির্বাচনি ব্যয়' বলে গণ্য হবে, তবে বিধি ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানত উহার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

০৩। **নির্বাচনি ব্যয়ের সীমাঃ** বিধিমালার বিধি ৪৯ অনুযায়ী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্দিষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত খরচ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্বাচনি ব্যয় সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিশোধ করতে পারবেন না। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। তবে, উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত খরচ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ করতে পারবেন। মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা হবে নিম্নরুপ, যথা:-

(ক) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে-

(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, অনধিক পঁচিশ হাজার ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা, পঁচিশ হাজার এক হতে পঞ্চাশ হাজার ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা, পঞ্চাশ হাজার এক হতে এক লক্ষ ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার টাকা এবং এক লক্ষ এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারবেন; এবং

(আ) নির্বাচনি ব্যয় বাবদ, অনধিক পঁচিশ হাজার ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা, পঁচিশ হাজার এক হতে পঞ্চাশ হাজার ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা, পঞ্চাশ হাজার এক হতে এক লক্ষ ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চার লক্ষ টাকা, এক লক্ষ এক হতে তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত পৌরসভার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

(খ) কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে-

(অ) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, অনধিক পাঁচ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার এক হতে দশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত হাজার টাকা, দশ হাজার এক হতে বিশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশ হাজার এবং বিশ হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পনের হাজার টাকা ব্যয় করতে পারবেন; এবং

(আ) নির্বাচনি ব্যয় বাবদ, অনধিক পাঁচ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার এক হতে দশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা, দশ হাজার

অফিসের ঠিকানাঃ
C:\Users\User\Desktop\2020\Paurashava Election 1st Step\ALL Paripatro 1-15\PAURA_PORIPATRA-9.doc
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

এক হতে বিশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বিশ হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

০৪। **নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণঃ** প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৫০ এর অধীন নির্বাচনি ব্যয়ের নিমিত্ত সকল অর্থ তফসিলী ব্যাংকের নির্ধারিত একাউন্ট হইতে ব্যয় করতে হবে।

০৫। **প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের পরিমাণ ও বিবরণী দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ এর উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং পরিশোধের বর্ণনা সম্বলিত একটি বিবরণী তার নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

০৬। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলঃ** (১) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ফরম ''ণ'' তে নির্বাচনি ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করবেন। উক্ত রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে-

(ক) প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী;
(খ) বিধি ৫০ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা হিসাবে জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণীর একটি কপি;
(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত, যদি থাকে, ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ;
(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এইরুপ সকল বিতর্কিত দাবীর একটি বিবরণী;
(ঙ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এইরুপ সকল অপরিশোধিত দাবীর, যদি থাকে, একটি বিবরণী; এবং
(চ) নির্বাচনী খরচের জন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, উহা প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্তরুপ প্রাপ্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে একটি বিবরণী।

(২) নির্বাচনি এজেন্ট ৫১ বিধির (১) উপ-বিধি অনুযায়ী উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফরম ''ণ'' -এ প্রদত্ত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট নির্ধারিত ফরমে এফিডেভিটও দাখিল করবেন।

০৭। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ পিডিএফ ফাইল আকারে প্রেরণঃ** রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। সুতরাং ওয়েব সাইটে প্রকাশের সুবিধার্থে প্রার্থীর ফরম 'ণ' তে দাখিলকৃত রিটার্ন হলফনামাসহ (ফরম-ত বা ত-১ বা ত-২) পিডিএফ ফাইল আকারে Black & White রুপে স্ক্যানিং করে প্রেরণ করতে হবে। পিডিএফ ফাইলের নাম ও টেক্সট ফাইল (পূর্বে প্রেরিত প্রার্থীর তথ্যাদি সম্বলিত হলফনামা প্রেরণের অনুরুপ) অনুযায়ী পাঠাতে হবে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

০৮। **দাখিলকৃত বিবরণী/সম্পুরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ ও বিধি ৪৯ এর বিধান লংঘনের শাস্তিঃ** যদি কোন ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বিধানাবলী ভংগ করে তা হলে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭০ এর উপ-বিধি ১(খ) অনুযায়ী উক্ত বিধানাবলী ভংগের দায়ে বেআইনী আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বাক্তি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

০৯। **প্রার্থীদের অবহিতকরণঃ** উপরিউক্ত নির্দেশ এবং বিধিমালার পদ্ধতিগত নীতি অনুসরণ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যাতে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ণ এবং এফিডেভিট যথাযথভাবে আপনার নিকট এবং নির্বাচন কমিশনে দাখিল করেন সেই উদ্দেশ্যে এই পরিপত্রের অনুলিপি এবং সেই সংগে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন সম্বলিত ফরম-ণ, ফরম-ত, ফরম-ত-১ এবং ফরম-ত-২ তে নির্ধারিত এফিডেভিট সম্বলিত ফরম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বিতরণ করবেন। এছাড়াও উল্লিখিত বিধানাবলী অনুসরণের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করার জন্য একটি নমুনাপত্র এতদসংগে প্রেরণ করছি।

১০। এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

20/12/2020

(মোঃ আতিয়ার রহমান)

উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

সংলগ্নীঃ বর্ণনা মোতাবেক

বিতরণ: .....অফিসার

ও

রিটার্নিং অফিসার,.....পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৫৮০

তারিখঃ ০৫ পৌষ ১৪২৭ / ২০ ডিসেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব,..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১০. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল]
১৫. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৬. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট) অঞ্চল
১৭. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৬. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

20/12/2020

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
Email: sasemc1@gmail.com

নমুনা পত্র

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়

.....

প্রেরকঃ

.....অফিসার

ও

রিটার্নিং অফিসার,.....পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

প্রাপকঃ

১। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী .....(সকল), পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

২। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী .....(সকল)
সংরক্ষিত আসন নং-..... পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

৩। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী .....(সকল)
সাধারণ আসন নং-..... পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

বিষয়ঃ **পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন: পৌরসভা সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি প্রসংগে**

জনাব/বেগম

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জারিকৃত পরিপত্র-৮ এর অনুবৃত্তিক্রমে জানাচ্ছি যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৪৯ বিধি অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫১ অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী দাখিল সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ পরিপালন করতে হবেঃ

০২। **নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণঃ** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫০ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট এবং যেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই তার এজেন্ট সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয় বাবদ সমুদয় অর্থ তফসিলি ব্যাংকের (পূর্ব খোলা) হিসাব হতে ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত সকল নির্বাচনি ব্যয়ের অর্থ খরচ করতে হবে।

০৩। **প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের পরিমাণ ও বিবরণী দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ এর উপ-বিধি (৪) অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং উপ-বিধি (৫) অনুসারে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট, যেইক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ পাঁচশত টাকার নীচে, সেইক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে, বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি বিল এবং নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করার বিধান রয়েছে এবং তা রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

০৪। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ অনুসারে পৌরসভার নির্বাচনি ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্টকে ''ফরম-ণ'' তে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উল্লিখিত রিটার্নের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট নির্ধারিত ফরমে যেইক্ষেত্রে প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট নাই সেইক্ষেত্রে প্রার্থীকে স্বয়ং একটি হলফনামা রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। হলফনামা ফরম-ত বা ত-১ বা ত-২ অনুসারে রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণী দাখিলের সময় ব্যাংক স্টেটমেন্টও দাখিল করতে হবে।

০৫। **নির্বাচনি ব্যয় সম্পর্কিত বিধান লংঘণের শাস্তিঃ** যদি কোন ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বিধানাবলী ভংগ করে তা হলে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭০ এর উপ-বিধি ১(খ) অনুযায়ী উক্ত বিধানাবলী ভংগের দায়ে বেআইনী আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

০৬। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ অনুযায়ী নির্বানি ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ ফরম-ণ (সংযুক্ত হলফনামা ত, ত-১ ও ত-২ অনুসারে) রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করার জন্য অনুরোধ করছি।

বিনীত

(.....)
নাম
রিটার্নিং অফিসার
পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন